

দাদুর কাণ্ড

(১)

সৈয়দ হাবিবুর রহমান

ইংল্যান্ড

সোনার গাঁও রেস্তুরেন্টের সব চেয়ে পুরাতন শেফ দাদু। আসল নাম আব্দুর রহমান। ২০০৪ সালের জুন মাসে এই রেস্তুরেন্টে দাদুর কাজের ১০ বৎসর পূর্ণ হলো। নামটি সতর্কতার সাথে গোপন রাখেন। একমাত্র বিশৃঙ্খল ম্যানেজার সাইফুল ছাড়া দাদুর আসল নাম আর কেউ জানেনা। ইংরেজ কাষ্টমাররা দাদুকে মাঝে মাঝে কমপ্লিমেন্ট দেয়- ভেরী নাইস কারী মিষ্টার দাদু, থেন্ক ইউ। দাদু বাম হাতের বুড়ি আঙ্গুল উঁচু করে মুচকি হাসি দেন। বড় Boss রহিম সাহেবের বয়স হওয়ায় মস্কা-শরীফ ঘুরে দেশে যাওয়ার পথে মীনা শহরে অক্সিজেন শূন্য সুড়ঙ্গ-পথে মারা গেছেন। হজ্জে যাবার আগে ছেলেকে বলেছিলেন- 'লিল্লার পয়সাটা অর্থাৎ প্রতি দিনের প্রথম Bill তিনি যে ভাবে দশ বৎসর যাবত আলাদা করে রেখে আসছিলেন, সে ও যেন ঠিক সে ভাবে রাখে। এতে বিজনিমে উন্নতি হয় রুজীতে বরকত হয়। বাংলাদেশ থেকে আগত মাদ্রাসার চাঁদা কালেকটর মোলানাগণ সকলে ই রহিম সাহেবের রেস্তুরেন্টে থেকে বড় অংকের পাউন্ড আশা করেন। তরুন ছেলে সাইফুল এর কোন যুক্তি খোঁজে পায়না। বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল -

- ক্রীস্মাস পিরীয়েডে এক একটা প্রথম Bill শো-দেডশো পাউন্ড হয়, তা ও কি লিল্লার ব্যাক্স রাখবো?"

'প্রী-বুকিং করা কাষ্টমারের Bill কে প্রথম Bill হিসেবে ধরা হয়না'। বাবা উত্তর দেন।

- মদের পয়সা আলাদা করে কোথায় রাখবো? সাইফুল পুনরায় জিজ্ঞেস করে।

- হামেশা ই তো দেখে আসছো ওগুলো বিজনিমের সাথে যায়, আবার জিজ্ঞাসা করছো কেন?

সাইফুল আর কথা বাড়ায়না। রহিম সাহেব দাদুকে ডেকে বলেন- ছেলেটির ধর্ম-কর্মের প্রতি মোটে ই উৎসাহ নেই, তিনি যেন সাইফুলকে অন্তত জুম্মার দিনে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

সাইফুল আর দাদুর মধ্যকার বন্ধুত্ব যত গভীর, দুটি বিষয়ে তাদের শত্রুতা ও সীমাহীন। ধর্ম আর রাজনীতি। একেবারে সাপে-নেউলে সম্পর্ক। একজন ডান-পথের আস্তিক আরেকজন বাম-পথের নাস্তিক। মুক্তিযোদ্ধের আগে দাদু ও বাম-পথের ছিলেন। যোদ্ধে যাবার আগে তিনি এলাকায় ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধ কিভাবে দাদুকে ডান থেকে বামে নিয়ে এলো তা তিনি তাঁর ডাইরীতে লিখে রেখেছেন। রহিম সাহেব মারা যাওয়ার পর থেকে ম্যানেজার আর শেফ মিলে বিগত কয়েক বৎসর যাবত সোনার গাঁও রেস্তুরেন্টকে এক মিনি-পার্লামেন্ট বানিয়ে রেখেছেন। রেস্তুরেন্টে যখন কাষ্টমার নেই, পার্লামেন্ট তখন গরম। জগতের এমন কোন সমস্যা নেই যা নিয়ে তর্ক-আলোচনা এখানে হয়না। সাত জন বাঙ্গালী কর্মচারী। সবাই দাদুর সমর্থক। সবাই আপন জ্ঞানে এক-একজন পলিটিসিয়ান, দার্শনিক বৈজ্ঞানিক। ইদানিং ইন্টারনেটের বদৌলতে তর্কের

রেফারেন্স পেতে সুবিধা হয়েছে, তবে এজেন্ডা সীমিত হয়ে গেছে। আজকাল সব তর্কে ই ঘুরে ফিরে ধর্ম এসে যায়। আজ দাদু কাজে এসে ই বল্লেন "গরম খবর আছে ম্যানেজার।" কিচেন পোটার আব্দুল, দাদুর কানের কাছে এসে বল্লো "আমাদেরকে আগে বলুন দাদু, তর্ক লাগলে আমরা সাহায্য করতে পারবো।" দাদু উচ্চসুরে ঘোষণা দিলেন "আজ আমার কারো সাহায্যের প্রয়োজন নেই।" তন্দুরী শেফ বল্লেন, দাদু আজ সাইফুল ভাইকে তানা-তানা করে ছাড়বেন। সাইফুল জিজ্ঞেস করে-

- কি গো দাদু, লটারী লাগলো নাকি? এত খুশি কিসের?
- কাষ্টমার যা আছে সব নিয়ে এসো। ১২টার এক সেকেন্ড পরে কাষ্টমার ঢুকলে খারাপ খবর আছে। ১২টার সাথে সাথে রেস্টুরেন্ট বন্ধ, আমাদের ফাইন্যাল অধিবেশন শুরু।
- ফাইন্যাল অধিবেশন ! কোথায়?
- আমার রুমে। আজকের পরে দাদুর সাথে তোমার আর তর্কের সাধ থাকবেনা।
- আচ্ছা। কোন আসমানী ওহী পেলেন নাকি?
- হ্যাঁ ঐ রকমই।
- একটু ইজিত দেন না দাদু, ব্যাপারটা কি?
- আরে ইজিত কি দেবো, তোমার গুরু ধরা পড়ে গেছেন।
- আমার গুরু মানে?
- অভিজিত রায় গো, তোমার গুরু না? হেঃ ! হেঃ ! হেঃ ! মুক্ত-মনাদের শিক্ষাগুরু। আরে ভাই চোরের শতদিন, সাধুর একদিন। দেখো, আল্লাহর ঢোল কি ভাবে ফেরেস্টায় বাজায়। রুদ্রের লেখা পড়ে আমি তো ধরতে পারতামনা ওটা সত্যি ঢাকার আঞ্চলিক ভাষা কি না। আল্লাহর ফেরেস্টায় ধরিয়ে দিয়েছেন। রায় মশাই আর খান সাহেব মিলে বানিয়ে বানিয়ে কেচ্ছা-কাহিনী লিখে আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যাবেনা।

তন্দুরী শেফ জিজ্ঞেস করেন- অভিজিত কে গো দাদু?

- আরে ভাই উনি এক ইসলাম বাশার। মানবতাবাদী মুক্তমনা নাম দিয়ে মুসলিম ও ইসলাম বিদ্বেষী এক ওয়েব-সাইটের প্রতিষ্ঠাতা। প্রধান লক্ষ্য, অখন্ড ভারত ও রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা। মুসলিম ও ইসলাম এর বিরুদ্ধে লেখা মুক্তমনা ওয়েব-সাইটের লেখকদের পেশা। ভারত, ইসরাইল ও আমেরিকা থেকে তারা মোটা অংকের বেতন পান ।
- তা তারা ধরা পড়লেন কি ভাবে?
- এটা ই তো আজকের অধিবেশনের মেইন এজেন্ডা। বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণ সহ আমাদের ম্যানেজার সাহেবকে আজ দেখিয়ে দেবো মুখোশ পরা গুরুর আসল চেহারা।

“দাদু আপনার ভাষন শেষ হলো?” সাইফুল জিজ্ঞেস করে। মুরুবী মানুষ, দেখবেন শেষে যেন লজ্জা না পান।

দাদু বিদ্রুপের হাসি হাসেন- হাঃ-হাঃ-হাঃ-

চলবে-

